সমকাল

তারিখ 21 APR 2018
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সাধারণ স্কুলগুলোতেও দেওয়া হবে কারিগরি শিক্ষা

■ সাব্বির নেওয়াজ

বেকারত্ব কমাতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দেশের নতুন প্রজন্মকে দক্ষ করে তুলতে সাধারণ ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও কারিগরি শিক্ষা চালু করতে চায় সরকার। এ জন্য আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের শিক্ষা চালুর নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।

আগামী শিক্ষাবর্ষে অষ্টম শ্রেণি থেকে চালুর সিদ্ধান্ত

তবে নতুন শিক্ষাবর্ষের আর মাত্র আট মাস বাকি। এত অল্প সময়ে সাধারণ ধারার এ বিপুলসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরির শিক্ষক দেওয়া সম্ভব হবে কি-না তা নিয়ে চ্যালেঞ্জে পড়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগ। শিক্ষক সংকটের পাশাপাশি একই সঙ্গে নতুন সিলেবাস প্রণয়ন, অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের মতো আরও কিছু চ্যালেঞ্জ সামনে রয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গত রোববার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে আগামীতে সাধারণ ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও কারিগরি শিক্ষা চালুর ঘোষণা দেন। এ ঘোষণার পর খোঁজ নিতে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে গিয়ে জানা যায়, সরকার এ ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেকারত্ব কমানো, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং উন্নত দেশে পরিণত হতেই নতুন এ সিদ্ধান্ত। এ জন্য তারা এরই মধ্যে কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের উপসচিব (কারিগরি-২) সুবোধ চন্দ্র ঢালী সমকালকে বলেন, সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলোতেও কারিগরি শিক্ষা চালু করা হবে। আগামী বছর থেকে পাইলটিং শুরু হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনালের কোন কোন কোর্স খোলা যায়, তা যাচাই করবে উচ্চপর্যায়ের কমিটি। কমিটি ঠিক করবে কোন কোন প্রতিষ্ঠানে কোর্স খোলা হবে। তিনি আরও বলেন, ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট ২০ শতাংশে উন্নীত করতে সরকারের একটি কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। সেই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পৃথক পাঁচটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছিল। টাস্কফোর্সগুলো যেসব সুপারিশ করেছে, তা গত রোববার এক কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়। সবার মতামত নিতে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সুপারিশগুলো মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। এক প্রশ্নের জবাবে সুবোধ ঢালী বলেন, একজন অতিরিক্ত সচিবকে কমিটির আহ্বায়ক করা হবে। কাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে তা এখনও ঠিক হয়নি। তবে পাঁচ থেকে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করা হবে।

টাস্কফোর্সের সুপারিশে বলা হয়, পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা চালু করতে হবে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সিলেবাসে অন্তত একটি কারিগরি বিষয় যুক্ত করতে হবে। আধুনিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক মাদ্রাসা শিক্ষা চালু করতে কারিগরি ও ভোকেশনাল কোর্স বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা সম্পৃক্ত কারিগরি শিক্ষা চালু করতে মাদ্রাসার কারিকুলাম পরিমার্জন, অবকাঠামোগত সহায়তা, আধুনিক কর্মশালা এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে কারিগরিতে ২০ শতাংশের কম নারী শিক্ষার্থী। ২০২০ সালের মধ্যে এ হার ৪০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। এ লক্ষ্যে আট বিভাগীয় শহরে নারীদের জন্য টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপনসহ নতুন

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

সাধারণ স্কুলগুলোতেও

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

আরও প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

বর্তমানে কারিগরি শিক্ষায় সমন্বিত পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করা হয় না। শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা ও মূল্যায়নের সুপারিশ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নে ২০২১ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় পর্যায়ে সমন্বিত শিক্ষা বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ দিতে টাস্কফোর্সের সুপারিশে আরও বলা হয়েছে, সরকারি কর্ম কমিশনের আদলে 'কারিগরি শিক্ষক নিয়োগ কমিশন' গঠন করতে হবে। শিল্প কারখানায় কর্মরত অভিজ্ঞদের শিক্ষক নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া ও তাদের অতিথি শিক্ষক হিসেবে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশ্বমান অর্জনে সুপারিশে বলা হয়েছে, ডিপ্লোমা, বিএসসি, এমএসসি পর্যায়ে বৃত্তিসহ উন্নত বিশ্বে উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের পাঠাতে হবে। এমএসসি, এমফিল, পিএইচডিসহ উচ্চশিক্ষার জন্যও শিক্ষকদের পাঠাতে হবে।

অবকাঠামো নির্মাণের সুপারিশ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে দেশে ৭ হাজার ৯২৯টি সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেখানে ১৯৬০-এর দশকে অথবা তার আগে অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থী বাড়ায় এগুলো সংস্কারসহ নতুন ভবন নির্মাণে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তির হার ২০ শতাংশের বেশি উন্নীত করতে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতি জেলায় টিএসসি, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নির্মাণ করতে হবে। প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত করতে হোস্টেল নির্মাণ করতে হবে। দেশের সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৯ হাজার ৫০০ অবকাঠামো নির্মাণের সুপারিশ করা হয়েছে।

বর্তমানে কারিগরিতে ৪৪ হাজার ৫৬৮ শিক্ষক কর্মরত। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ : ৫০। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ : ২০ করতে হবে। এ হিসাবে ২০২০ সালের মধ্যে এক লাখ ২২ হাজার ১১২ শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। ২০২১ সালের মধ্যে এ অনুপাত ১ : ১২ করার সুপারিশ করা হয়েছে। নতুন ও খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দিতে কারিগরি ও মাদ্রাসার শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন ডিটিই, ডিএমই, বিটিইবি, বিএমইবি, বিএমটিটিআই ও নেকটারের অর্গানোগ্রাম পরিবর্তন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক গোষ্ঠীকে কারিগরি শিক্ষায় আনার উদ্যোগ : বেদে, তাঁতি, টোকাই, হিজড়া, হরিজন ও প্রতিবন্ধীদের কারিগরি-শিক্ষার আলোয় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সমন্বিত বিশ্বমানের মানবসম্পদ সৃষ্টিতে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড (বিশেষ) শিশুদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে স্বল্পমেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স চালুর সুপারিশ করেছে টাস্কফোর্স। দেশের ঐতিহ্য ধরে রাখতে টাঙ্গাইল, নরসিংদী, কুমিল্লা, সিরাজগঞ্জসহ অন্যান্য এলাকার তাঁতিদের কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। ২০২০ সালের মধ্যে তাদের আধুনিক ডিজাইন ও বিপণন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে কারিগরি শিক্ষা দিতে 'মোবাইল টেকনিক্যাল স্কুল' চালু করার প্রস্তাব করেছে টাস্কফোর্স। প্রয়োজনে এনজিওগুলোকে সম্পৃক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে।